জন্ম নেতাজীনগর কলোনীতে ১৯৬৯ সালে। পেশায় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরীর সূত্রে দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্ত একটি বি.টেক কলেজে, একটি পলিটেকনিক কলেজে ও একটি আই.টি.আই কলেজের কর্ণধার। কবির প্রকাশিত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৯।

9 788196 040932

নাথ পাবলিশিং

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

UNWANTED!

Sushanta Das

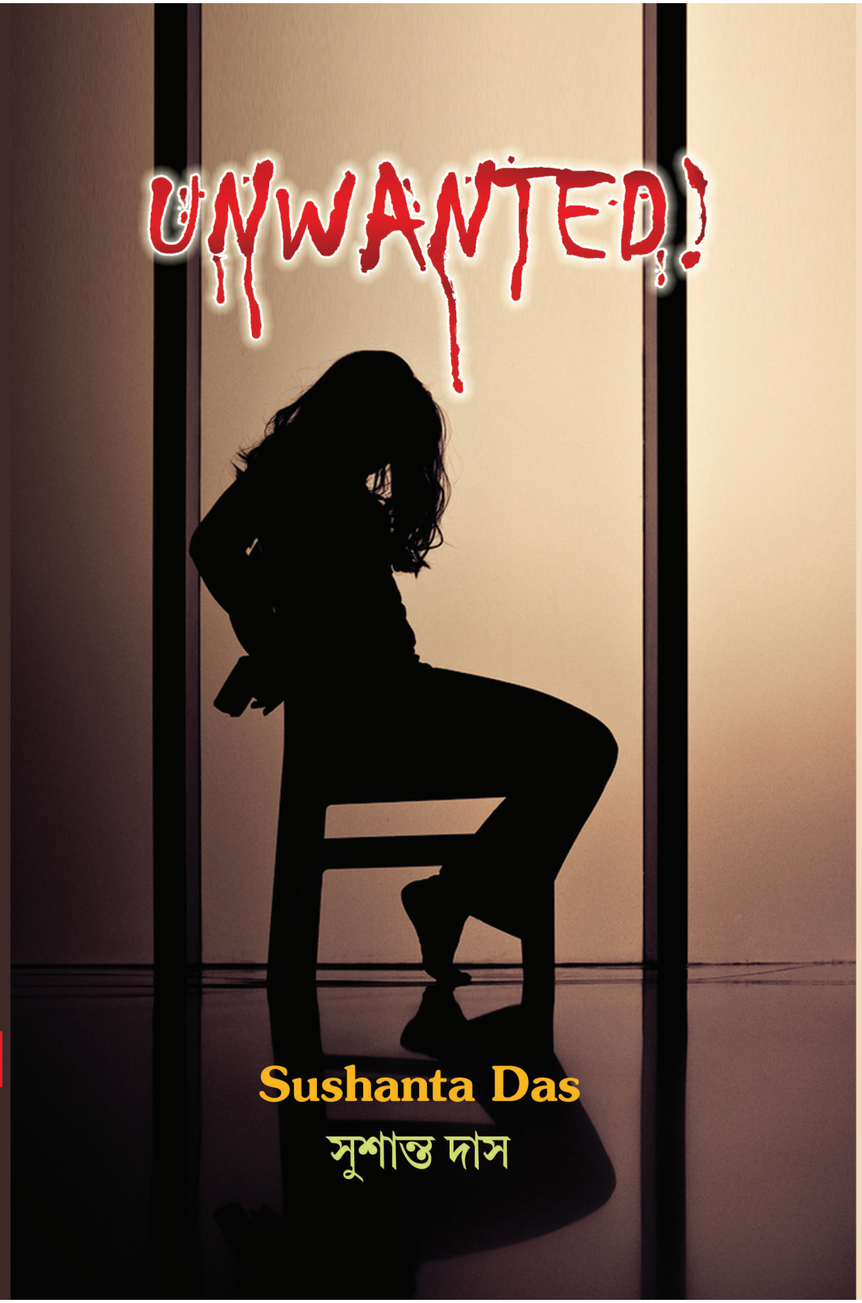

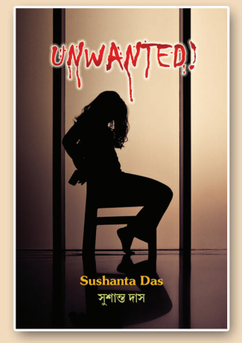

UNWANTED!

সুশান্ত দাস
Sushanta Das

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড □ কলকাতা - ৯

UNWANTED
by Sushanta Das
Rs. 100.00

Published by
Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700009

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০২৪
মাঘ ১৪৩০

প্রকাশক
সঙ্ঘমিত্রা নাথ
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

অক্ষর বিন্যাস
রাজু ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
গৌতম চক্রবর্তী

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ১০০ টাকা

উৎসর্গ

মা, বাবা কে

সূ চি প ত্র

OCEAN OF SORROW / বিষাদ সিন্ধু ♣ ৭

UNWANTED ♣ ৯

মর্মান্তিক ♣ ১১

সাধের শৈশব ♣ ১৩

BONDED CHILD LABOUR ♣ ১৫

অধঃপতন ♣ ১৭

অলক্ষ্মী ♣ ১৯

EITHER TOLERATE OR JUST TOLERATE ♣ ২১

নারীদিবস ♣ ২৩

THE WRAPPER ♣ ২৫

PURPOSE ♣ ২৭

THE WALL ♣ ২৯

কপিবুক ♣ ৩১

প্রশ্ন ♣ ৩৩

দুটি প্রশ্ন ♣ ৩৫

POLITICAL NUTRITION ♣ ৩৭

SACRIFICE ♣ ৩৯

সাপ সেদ্ধ ♣ ৪৩

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় / GODLINESS ♣ ৪৫

PLEASE SAVE THEM ♣ ৪৭

পাঁচ টাকার ভাত কাহিনী ♣ ৪৯

5 RUPEE LUNCH ♣ ৫১

আব্বু ফেরে না কেন? ♣ ৫৩

LIGHT ♣ ৫৫

বিবেক ♣ ৫৭

মৃত্যুদণ্ড ♣ ৫৯

GLOW OF GOLD ♣ ৬১

দিল্লী দর্শন ♣ ৬৩

শক্ত ভাত আর না পাওয়ার উপাখ্যান ♣ ৬৪

কচি হাতের কাঁচা লেখাতেই বিষাদসিন্ধু

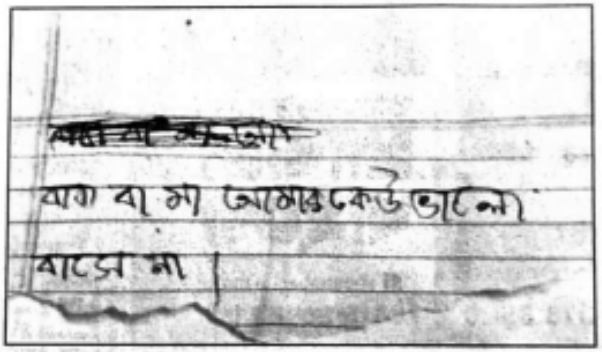

■ কচি হাতের এই সব লেখা দেখেই উদ্বিগ্ন স্কুল।

OCEAN OF SORROW
বিষাদ সিন্ধু

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা স্কুল পরিদর্শনে আসবে
তাই বকুলতলা প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের মনের কথা
জানবার জন্য drop box রাখা হয়েছিল।
প্রথমে লিখতে চায় নি বাচ্চারা, ভয়ে।
তারপর আড়ালে আবডালে গিয়ে লিখেছে কয়েকজন।
Drop Box খুলতেই ডজনখানেক ছেঁড়া কাগজের টুকরো,
এক-দুটি লাইনেই দমচাপা কষ্টের পাহাড় শিশুমনের ভিতর।
শুনুন কি লিখেছে—
1. আমার মা নাই, বন্ধুর মা ওদের ভালোবাসে, আমার মা নাই।
2. বাবা বা মা আমারে কেউ ভালোবাসে না।
3. বাবা গরিব, তাই পেনসিন বাক্স কিনা দেয় নাই।
4. মা রোজ মারে।
5. নাচ শিখতে চাই, বাবা দিবে না।
6. রাত্রে রোজ মুড়ি খেতে পারি না।
7. আমি একা। ওরা সবাই কাজে যায়।
8. জোর কইরা পড়তে বসায় মা, খেলতে দেয় না।
9. ইস্কুলের ব্যাগ খুব ভারী, ঘাড়ে ব্যথা হয়।
10. রং পেন্সিল নাই।
11. আব্বু মদ খাইয়া মায়েরে মারে, রোজ। আমি কাঁদি।
12. দাদু-ঠাকুমারে খাইতে দেয় না মা, ওরা কানদে।
আরও আরও কত কি...
বিষাদ সিন্ধু!
ছোট্ট মনের আশা আকাঙ্ক্ষা
জমে থাকা এক সমুদ্র ক্ষতে মলম লাগাবে কে?
আমি তো শুধুই কাঁদছি, আর আপনি?

Maharashtra's 'unwanted' girls are saying goodbye to their hurtful names

They were named Nakoshi or Phasibai at birth, but a TOI report led to a campaign that has given a new, dignified identity to hundreds of such girls and women

UNWANTED

"Her only fault was that she was born
in a family that wanted a son !
That's why she was named at birth as 'PHASIBAI' – deceiver !"
– This is the news in a leading daily,
Two points to be discussed here.
1. "Her Only Fault" – what does that mean ?
Did She choose her parents at birth ?
2. Who is the deceiver ?
The girl who had taken birth with this hurtful name?
Or the parents who had given such a name to a new born baby?
Now listen to the following reason for such conventional namings,
"Parents believe it (this naming convention) words off evil eye
and ensures their next child is a boy !
O My God ! That boy will probably build
escalators for his parents to go to heaven !
By this process the whole life of a girl child is ruined.
Across rural Maharastra hundreds of daughters have been
stigmatised with names like 'Phasibai', 'Pasiwari',
'Chiri', Nakosi' – which means 'Unwanted'.
Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Jalgaon, Aurangabad –
every part has the same statistics !
Social activitists, Reporters, health care workers, gram panchayat,
state government are fighting together to get rid of this
serious issue by identifying, counselling parants and then
renaming these children to change their hurtful names.
One of such woman, now school teacher, says,
"Years were harrowing, no girls should go through my trauma.
I started working and my name in the service records still
continues to be 'Nakoshi' (not the new name given).
I was called 'Naku' teacher behind my back, Imagine !"

Parents are calling their daughter 'Unwanted !'
Can you imagine the amount of scar it leaves ?
Is this not a blot to the country's progressive image ?
Is it not shamefully distressing ?
Not only Maharashtra, this is a disease spreaded
all over the country it seems.
For example I know a girl in my locality (Kolkata, West Bengal) named 'NIRASHA' – 'The hopeless', and obviously the name was given for the same reason as explained above !
Eventually 'NIRASHA' is leading a life of INSIGNIFICANCE.

Reference : Times of India, 2023

মর্মান্তিক

এ ঘটনা নতুন নয়।
আজ ঘটেছে জলপাইগুড়ি, West Bengal-এ।
রামপ্রসাদ হেঁটে চলেছেন মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে!
Flash back-এ শুনুন ঘটনা।
জলপাইগুড়ি Super Speciality Hospital,
তা কি হয় এই হসপিটালে?
72 বছরের রোগী লক্ষ্মীরাণী দেওয়ান শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল,
কিছুক্ষণ পরেই হৃদরোগে মৃত্যু হয় তার।
তার পরের ঘটনা সকলের চোখের সামনেই।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, সরকারি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স
মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য দর হাঁকিয়েছে 1500 টাকা থেকে 2000 টাকা।
তাই অসহায় গরীব রামপ্রসাদ মায়ের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে পথ হাঁটছে!
40 কিলোমিটার হাঁটবে মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য, তার পর সৎকার!
এভাবেই আগেও ওড়িষার কালাহান্ডির 'দানা মাজি' 12 কিলোমিটার পথ হেঁটেছিল
মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে,
ছত্তীসগড়ের সুরগুজায় 'ঈশ্বর দাস'কেও হাঁটতে হয়েছিল এভাবেই 10 কিলোমিটার।
এটাই বাস্তব, 2023-এর ভারতবর্ষ।
See the news paper headline.
''এত টাকা পাব কোথায়! মায়ের দেহ কাঁধে নিয়ে ছেলে।''
এভাবেই প্রতিনিয়ত মায়ের লাশ কাঁধে পথ হাটে ভারতমায়ের কোনো এক সন্তান
নির্বাক নির্লিপ্ত দিশেহারা।
এর থেকে মর্মান্তিক দৃশ্য আপনি দেখেছেন এর আগে কখনো?

Reference : শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী ২০২৩, আনন্দবাজার পত্রিকা

অভাব অভিযোগ

শীতের রাতে ওঁদের কথাও ভাবুন

সাধের শৈশব

দয়া করে চোখ সরিয়ে নেবেন না ছবিটি থেকে, কারণ এটাই বাস্তব।
বাইরের temperature 8-9°C
ঠান্ডা মেঝেতে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে ওরা
পড়নে হাফ প্যান্ট, পাতলা গেঞ্জি গায়ে,
গরম জামাকাপড় নেই ওদের,
একটি চাদরও জোটেনি গায়ে দেবার।
আমরা কাঁথা কম্বলে room heater এর বিলাসিতায়
আর ওরা শরশয্যায়।
আমাদের অনেকের বাড়ির আলমারিগুলো জামাকাপড়ে ঠাসা,
উপচে পড়ছে লেপ কম্বল চাদরে।
কত লেপ কাঁথা গত দশ বছরে একবারও ব্যবহারও হয়নি।
আর ওদের কিছুই নেই, absolute nothingness.
look at their feet, which will tell the story itself.
ওরা শিশু শ্রমিক।
ওরা কয়লা ভাঙে, মুটে বয়
ভাতের হোটেলে কালি ঝুলি মেখে বাসন মাজে,
সারাদিন হাঁড়ভাঙা খাটুঁনির শেষে
ভাত ডাল তরকারি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মেঝেতে।
Sorry মেঝেতে নয়,
ফেলে দেওয়া বাক্স কেটে পিসবোর্ড পেতেই ওদের বিছানা!
এভাবেই নিদারুণ শীতে কেঁপে কেঁপে ঘুমিয়ে পড়ে শৈশব।
হয়তো প্রবল শীত সইতে না পেরে
ঘুমের মধ্যেই হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যায় কারো, কারো।
এই তো ছবি আপনার চোখের সামনেই।
তাই যথার্থই শিরোনামটি,
"শীতের রাতে ওদের কথাও ভাবুন।"
Please ভাবুন।

স্কুল ছেড়ে পড়ুয়ারা কেন বেছে নিচ্ছে ভাটি, ভেড়ির দাসশ্রম

কারখানায় কৈশোর

BONDED CHILD LABOUR

সম্প্রতি বাইশজন শিশু কিশোরকে ‘দাসশ্রমিক’
অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে তামিলনাড়ু পুলিশ।
সপ্তাহখানেক হোমে রেখে বিশেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরেছে ওরা।
বসিরহাট-১, শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের চারজন ছিল এই দলেই।
সোনার দোকান, ইঁটভাটা অথবা ভেড়ির ‘দাসশ্রম’।
‘‘সকাল দশটা থেকে রাতটা দশটা, সপ্তাহে 6 দিন কাজ।’’
শুধু রবিবার ছুটি, মালিক ওই দিন কারখানার
কারিগরদের সঙ্গে পাশের চৌপট্টিতে যেতে দিত।
এছাড়া ওরা বাইরে বেরোতে দিত না, যা লাগে এনে দিত।
দাসশ্রম নিয়ে আয়োজিত এক সভায় বলছিল
মৈপীঠের জয়ন্ত (নাম-পরিবর্তিত)।
‘‘তিন মাস কাজ করার পর পুলিশ তুলে নিয়ে এলো,
তাই এক পয়সাও পেলাম না!’’
ওর প্রাপ্তি বলতে হাতে রাসায়নিকের ক্ষত।
উপরের ছবিটিতে বারো বছরের যে ছেলেটি
বুকে করে এক সাথে চার চারটে ইট নামাচ্ছে, দেখুন।
কত ইট ও এইভাবে নামাবে তা আপনার চোখের সামনেই রয়েছে
কি চূড়ান্ত বর্বর, পাশবিক ঝুকিপূর্ণ কাজে এরা লিপ্ত?
এ কাজ শিশুদের দেহে মনে কি ছাপ ছেড়ে যাচ্ছে?

তবু ওরা স্কুলে ফিরতে চায় না,
স্কুলের জীবনের চাইতে আট দশজন সমবয়সি ছেলেদের
সাথে থাকতে, কাজ করতেই ওদের আনন্দ!
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ছাত্রদের কাছে তাদের স্কুল
ইঁটভাটা, ভেড়ি বা কারখানার চাইতেও নিরানন্দের কারণ,
নিপীড়নকারী হয়ে উঠেছে দিনে দিনে?
এভাবে শয়ে শয়ে শিশু ইঁটভাটা, ধাবা, বিড়ির কারখানা,
বাজি কারখানা অথবা বালিখাদানে বন্দিদশার মধ্যে
জীবনযাপন করছে অথচ সরকারি খাতায়
শিশুশ্রমিক নেই, দাসশ্রমও নেই।
বাংলা শিক্ষা পোর্টালে প্রথম শ্রেণীতে প্রায়
একশ শতাংশ শিশুর নাম তোলা হয়,
ওটাই মাপকাঠি, ওটাই প্রমাণপত্র যে শিশুশ্রমিক নেই।
অথচ দশ বছর পর মাধ্যমিকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে
দেখা যায় 40% ছাত্র গায়েব।
এই তো অবস্থা।
এর মধ্যেও মূলস্রোতে ফিরে আসা সামসুর, নিমাইদের
গ্রামের মাস্টারমশাই নিজের পকেটের টাকায়
Fees জমা দিয়ে নবম শ্রেণীতে ওদের নাম লিখিয়েছেন,
বই পাইয়ে দেওয়ার ভরসাও দিয়েছেন।
এটাই অন্ধকারের মধ্যে এক চিলতে আশার প্রদীপ।
তাই শিশুমুক্তির পথ সত্যিই প্রকৃত শিক্ষকের
দরজায় এসেই কড়া নাড়ে বারবার।

অধঃপতন

বিয়ে উপলক্ষ্যে মদ্যপান এখন বাঙালির সংস্কৃতি।
এটাই নাকি এই সময়ের Trend, বাঙালির Kingsize Living !
তা সেই মদ্যপান চলতে পারে রাস্তা জুড়ে, বাইকের সার দিয়ে রাস্তা আটকে।
পথচারীরা কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে যাবেন এটাই নিয়ম পশ্চিমবঙ্গে।
আর যদি প্রতিবাদ করেন?
তাহলে বারবার ঘটবে নিম্নবর্ণিত ঘটনা।
হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকার বেতড়ের মহেশ পাল লেন।
স্থানীয় প্রতিবেশী মহিলা গাড়ি পার্ক করতে পারছে না তাই প্রতিবাদ করেছে,
তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনতে হয়েছে।
আর এক পথচারী পাড়ার 24 বছরের ছেলে সমৃদ্ধ,
প্রতিবাদ করায় বাঁশ, রড, ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে তার মাথা, ঘাড়।
কেউ ঠেকাতে আসেনি সমৃদ্ধকে।
আজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে সমৃদ্ধ।
কে বাঁচাবে একটা গোটা জাতির অধঃপতন?
ভগবান?
না উনি তাকাতে চান না এই বাঙালির দিকে, আমি নিশ্চিত।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, বুধবার, ৩০ নভেম্বর ২০২২

■ উনুন জ্বালিয়ে রান্না হাজার বস্তির ঘরহারা এক বাসিন্দার। মঙ্গলবার, নিবেদিতা পার্কে।

অলক্ষ্মী

এমনিতেই চালচুলো নেই মেয়েগুলোর।
বাগবাজারে হাজার বস্তির মেয়েগুলো
রান্না চাপিয়েছে একটি মাঠে সার সার
গালভরা নাম সেই মাঠের, নিবেদিতা পার্ক।
হায় রে বিধাতা,
এই সময়ের সিস্টার নিবেদিতাদের করুণ কাহিনী লিখতে লিখতে
কলম পরিশ্রান্ত, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!
মেয়েগুলোর টিন কাঠ আর প্লাস্টিকের চাদরের চাপান দেওয়া
ঘরগুলো সব পুড়ে গেছে, এভাবে এই রান্নার চক্করেই।
তবু পেট বড় জ্বালা,
তাই খোলা আকাশের নীচে কাঠের উনুনে
সকাল দশটায় রোজ হাঁড়িতে চাল আর জল চাপায় লক্ষ্মী।
লক্ষ্মী রুইদাস।
ভোরবেলা উঠে দুই বাড়িতে ঘর মোছা, বাসন মাজার কাজ শেষ করে
লক্ষ্মী রোজ হাঁড়ি চাপায় উনুনে।
চাল ফুটে ওঠা মাত্র হাঁড়ির মুখে চাপা দিয়ে নামিয়ে রাখে লক্ষ্মী।
গরমে ভাপে ভাত নিশ্চিত কিছুটা এগোবে।
এই সুযোগে আরও এক বাড়ি কাজ সেরে এসে
বেলা বারোটায় বাকি রান্না শুরু করে লক্ষ্মী।
কোনো মতে তরকারি রান্না শেষ করেই আরও একবার
ভাতটা চাপিয়ে দেয় সে, ফুটলেই হাঁড়ি উপুর।
ভারতবর্ষের 50%-এর বেশি পরিবারের ভাত রান্নার এটাই করুণ ছবি।
কাঠকুটো, গাছের ডালপালা, শুকনো পাতা ছাতা মাথা...

মোদ্দা কথা এসব খড়কুটো জ্বালিয়েই রান্না করে গরিব ভারত
গ্যাসের দাম আগুন চড়া, অগত্যা এসবই ভরসা।
কলকাতা শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণেও একই অবস্থা।
কোথাও বেড়ার বাড়ি ভাঙা হলে ভ্যানরিকশা করে
সকাল সকাল বাঁশ, কাঠ নিয়ে আসে পুরুষেরা।
দুর্গাপূজো, কালিপূজোর শেষে মণ্ডপের ফেলে দেওয়া
কাঠকুটো কুড়োচ্ছে কজনা দেখলাম, এভাবেই রান্নার জন্য!
যারা খালপাড়ে পুকুর পাড়ে থাকে তারা সারাদিন ধরে
শুকনো ডাল-পাতা কুড়োয়, কোথাও কোথাও কারখানার
ছাঁটের কাঠ বিক্রি হয় আট-দশ টাকা কিলো।
সারাদিন ধরে অর্ধেক ভারতবাসীর এই তো কাজ,
রোজগারের সময় কোথায়?
মেয়েরা কাঠের উনুনে রান্না করতে করতে আগুন লেগে মরে যায়।
দিনে চারশোটি সিগারেটের সমান ক্ষতিকর ধোঁয়া খায় মেয়েগুলো,
কেন্দ্রীয় সমীক্ষা বলছে কাঠ-কয়লার উনুনের দূষণে
বছরে আট লক্ষ মেয়ের অকালমৃত্যু ঘটে!
কল্পনা করুন সংখ্যাটা।
পৃথিবীর অন্তত চল্লিশটি দেশের জনসংখ্যা আট লক্ষের কম।
আর এদেশে প্রতিবছর রান্না করতে করতে মরে যায় আট লক্ষ মেয়ে!
সরকার নির্বিকার,
দায় কার?
সরকার মিসাইল বানায়, রকেট বানায়, চাঁদে মানুষ পাঠায়
আর লক্ষ লক্ষ মেয়ে রান্না ঘরেই মারা যায়।
হায়।

EITHER TOLERATE OR JUST TOLERATE

আর্মহাস্ট স্ট্রিট থানা এলাকায় ঝামাপুকুর পার্ক লেন,
রাত দশটার সময় দুটি ছেলে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেটে গাঁজা
মিশিয়ে সুখটান দিচ্ছে,
আর ওখানেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে!
প্রিয় পাঠক, দৃশ্যটি কল্পনা করুন!
ঐ পাড়ারই ছেলে, বছর পঁচিশের বর্ণ বর্মণ,
প্রতিবাদ করেছিল ছেলেটি, চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিল—
''এই কে রে তোরা? মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছিস?
এভাবে খোলা রাস্তায় নেশা করছিস?''
কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাতেনাতে উত্তর পেয়েছে বর্ণ।
15-16 জনের দল হঠাৎ কোথা থেকে হাজির, চড়াও হল বর্ণের উপর।
বেধড়ক মার, মারতে মারতে রাস্তায় ফেলে বুকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে একজন!
ইট দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে ওর চোঁয়াল।
মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন বর্ণ আজ,
পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ঠিকই কিন্তু
24 ঘণ্টা কেটে যাবার পরও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ!
আশ্চর্য হচ্ছেন?
This is the present pleasant night life here in Kolkata,
EITHER TOLERATE IT OR JUST TOLERATE IT !

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, রবিবার, ৭ মে ২০২৩

'না' বলতে শিখুক মেয়েরা, তবেই দেখা যাবে সাম্যের আলপথ

ক্যালেন্ডার মেনে প্রতি বছর আসে নারী দিবস। কিন্তু ছবিটা বদলায় কি?

সম্পাদকীয় | বিবিধ

'না' বলতে শিখুক মেয়েরা, তবেই দেখা যাবে সাম্যের আলপথ

ক্যালেন্ডার মেনে প্রতি বছর আসে নারী দিবস। কিন্তু ছবিটা বদলায় কি

মৌমিতা

নারীদিবস

ভারতে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপন, তাৎপর্য তার
প্রাসঙ্গিকতা কিছুমাত্র আছে কি?
35 কোটি মেয়েদের মাথার ওপর টয়লেটের ছাদ নেই।
এর মানে বুঝতে পারছেন আপনারা?
খোলা আকাশের নীচে, পুকুরঘাটে কিংবা কলতলায় স্নান
হয়ত গাছের আড়াল ঝোপঝাড়ই ভরসা যখন প্রকৃতির টান
মানে During Nature's Call
হয়ত মগ হাতে নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটে মেয়েদের দল!
এদেশে কোটি কোটি নাবালিকা প্রতিবছর গর্ভবতী হয়,
অর্ধেকের বেশির আঠারোর নীচেই বিয়ে হয়ে যায়,
তারা 'মা' হয়, ভাগ্যহীনা নাবালিকা 'মা'।
তাই কি বলছেন এসব আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপন?
এদেশে Sanitary Napkin এর নামই শোনেনি কোটি কোটি মেয়ে
নিজের শরীরের ওপর অধিকার বোধও নেই, কেউ শেখায় নি মেয়েদের
এসব তো অনেক দূরের কথা বলছি, কয়েকটি basic প্রশ্ন করছি।

1. 'না' বলতে শিখেছে ভারতীয় মেয়েরা?
2. ''না, আমি প্রস্তুত নই, এখন বিয়ে করবো না, পড়বো।''
   চিৎকার করে বলেছে একথা? কজন মেয়ে বলতে পেরেছে?
3. ''না, আর মাঠে ঘাটে জঙ্গলে টয়লেট নয়, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন,
   basic health and hygiene আমার অধিকার'' বলেছে মেয়েরা?
   এ প্রসঙ্গে কোনো সংগঠিত বা অসংগঠিত আন্দোলন করেনি কোথাও
   ভারতের মেয়েরা।
4. ''না, আমি সন্তানধারণের জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে
   এখনো প্রস্তুত নই, তাই অপেক্ষা করো।''
   বলতে পেরেছে কোনো মেয়ে, কোথাও?

উল্টে মুখ বুজে মেনে নিয়েছে পিরিয়েডস-এর দিনগুলিতেও স্বামীর
বলপূর্বক চাহিদা অথবা ওই সময়ের পুরুষের ঘেন্না অবজ্ঞা অবহেলা,
মেনে নিয়েছে দুটোই!

5. নারী বলতে পারেনি যে
পিরিয়েডস একটি শারীরিক স্বাভাবিক অবস্থা, কোনো ব্যাধি নয়,
তাই কেন মাটিতে মেঝেতে আলাদা বিছানা চাদর বালিশ,
কেন এত অবহেলা, অযথা মিথ্যে নালিশ?

6. ''কেন আমি এ সময় বহিস্কৃত ঠাকুর ঘরের পবিত্রতা থেকে?''
বলেছে কোথাও, কেউ?
উল্টে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে এই নোংরা কুৎসিত কুসংস্কার হয়ত
নারীদেরই উৎসাহে এবং লিডারশিপে!
এই নারীর মুখ বুজে মেনে নেওয়ার ফলস্বরূপই হয়ত
domestic violence, sexual and emotional violence,
মেয়েদের মুখে অ্যাসিড ছোঁড়া, ধর্ষণ, জীবন্ত পুড়িয়ে মারার
ঘটনার বাড়বাড়ন্ত গোটা দেশের সর্বত্র।
এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিস্থিতিতে
আন্তর্জাতিক নারীদিবসের যৌক্তিকতা, মাধুর্য
এদেশে নিতান্তই গুরুত্বহীন।
তাই নয় কি?

THE WRAPPER

ওরা রানিং ট্রেনে ওঠানামা করে, একসাথে কমপত্রে 5-6 জন একই কামরায় ওঠে।
নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হাতে তালি দিলেই বুঝে নিতে হবে মেকি হিজড়ের হানা।
রীতিমতো বলবান মাসলম্যান চেহারা।
টাকা দিতে হবে, না দিলে বা ignore করলে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, গালাগাল, অভিশাপ।
নারী পুরুষ প্রৌঢ় বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেউ ছাড় পায় না এদের অত্যাচার থেকে।
রীতিমতো মাস্তানি করে টাকা তোলা, মাঝে মাঝে ফাঁকা ট্রেন পেলেই
গলার হার বা মানিব্যাগ ছিনতাই, এরকম সব অপরাধেই এরা সিদ্ধহস্ত।
আদৌ এরা হিজড়ে নয়, হিজড়েদের মোড়কে লুঠতরাজ চালাচ্ছে
একদল দাঙ্গাবাজ অ্যান্টিসোশাল, অথচ রেলপুলিশ নির্বাক দর্শক!
শহরের অনেক সিগনালেই একই উৎপাতে গাড়ির কাঁচ তুলে দিতে হয়,
তাতেও গালির ফুলঝুড়ি থেকে নিস্তার নেই।
গ্রাম হোক বা শহর, পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো বাড়িতে
সন্তান জন্ম নিলেই দু-একদিনের মধ্যে এরা দলবল নিয়ে হাজির হয়,
5000 থেকে 50000 টাকা এদের দাবী, দিতেই হবে, বাঁচার কোনো উপায় নেই।
শুনেছি Hospitalগুলো Linked, একটি অসাধু চক্র এদের Information দেয়।
সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন!
Transgender দের সঠিক সম্মানজনক পুর্নবাসন দিক সরকার
আর Transgender দের আড়ালে এই দৈনন্দিন মাস্তানি তোলাবাজি বন্ধ হোক।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ১৩ই নভেম্বর ২০২২

সহমর্মিতার পথে বিচার

PURPOSE

মূল উদ্দেশ্যটা কি?
নাবালক নাবালিকা কোনো গর্হিত অপরাধ করে ফেললে অথবা
অপরাধের শিকার হলে বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটা কি?
উদ্দেশ্য হল শিশুকে দ্রুত উদ্ধার করা এবং ততোধিক দ্রুততার
সঙ্গে তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করা।
কিন্তু জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের বিচার প্রকৃয়া এতটাই জটিল এবং
সময়সাপেক্ষ যে হয়ত শিশুর নিকট অতি আতঙ্কময় অধ্যায় হয়েই থেকে যায়।
বারবার পুলিশের কাছে বয়ান দেওয়া,
জুভেনাইল বোর্ডের বিচারপতির কাছে সাক্ষ্য দেওয়া,
বাড়ির বদলে বিচারাধীন সময়ে বছরের পর বছর হোমে থাকা,
সব মিলিয়ে নির্যাতনের চাইতেও ন্যায়বিচারের প্রকৃয়া যেন
আরও ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে শিশুমনে।
তাই হয়তো শিশুটি বারবার পালাতে চেষ্টা করে হোম থেকে,
কিন্তু এরকমটা তো হবার কথা নয়, এটা তো উদ্দেশ্য নয়।
স্বীকৃত বিকল্প পদ্ধতি হলো শিশুটির পক্ষে যা সবচেয়ে ভালো
তাকেই নাবালক অপরাধীর বিচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে শিশুটির আত্মবিশ্বাস ও
আত্ম-মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাকেই highest priority দেওয়া উচিত।
শিশুটিকে উদ্ধার করে তার চেনা পরিবেশ, মা বাবার কাছে
ফিরিয়ে দেওয়াই প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত।
এরপর তার বাড়িতে ডাক্তার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে
শিশুটি ও তার মা-বাবার কাউনসেলিং করা,
নানা সমাজসেবামূলক গঠনমূলক কাজে ধীরে ধীরে তাকে
নিয়োজিত করা, মোট কথা উত্তরণের পথে সংশোধনের পথে
তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই
সমাজের, প্রশাসনের, বিচার প্রকৃয়ার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আদর্শ আচরণবিধির দেওয়াল

THE WALL

শিক্ষকদের জন্য আদর্শ আচরণবিধি তৈরি হয়েছে
“The new code of conduct”
ছাত্রছাত্রীদের স্পর্শ করা যাবে না,
হয়ত গাল ছুঁয়ে আদর করা যাবে না
ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম আরও অনেক কিছু।
এটাই স্বাভাবিক, হবারই ছিলো।
শিক্ষকের হাতে যদি একটি শিশুর যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটে
তাহলে সমাজের বিশ্বাসের ভিতটা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।
কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য এই
‘আদর্শ আচরণবিধি’ একটি বড় পাঁচিল।
একজন শিক্ষিকা, ষাট ছুঁই ছুঁই বয়স,
ব্যক্তিগত কারণে early retirement নিয়েছেন,
তার মনে পড়ছে—
করিডোরে দেখা হতেই দৌড়ে আসত ছোট্ট একটি মেয়ে।
“mam, will you hug me?”
‘‘কিছুদিন আগেই মাকে হারিয়েছে ছোট্ট মেয়েটা,
তাই রোজ কোন না কোন অছিলায় সে আসত আমার কাছে,
কিছু কথা, একটু গাল টিপে আদর, একটু জড়িয়ে ধরা।”
হয়ত এইটুকুতেই মায়ের ছোঁয়া, হয়ত এইটুকু নিয়েই
সে আজ মানুষের স্রোতে মিলেমিশে স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে উঠেছে।
কিন্তু আজ ‘আদর্শ আচরণবিধি’, The Wall!
তার মনে পড়ছে—
‘‘স্কুল বাসে বাচ্চাদের সাথেই স্কুলে যেতাম আমি
বেশ কিছুদিন একটি মেয়ের পাশে বসতে হত আমায়
কারণ মেয়েটি রোজ কাঁদত, তার পেট ব্যথা করছে, বাড়ি যাবে।

জানতাম মেয়েটির বাবা-মার সদ্য বিচ্ছেদ হয়েছে,
দাদু-দিদার কাছে থাকে মেয়েটি, তাকে জড়িয়ে বসে থাকতাম আমি।
গানে গল্পে ভুলিয়ে রাখতাম মেয়েটিকে স্কুল পৌঁছোনো অবধি।"
Now, The Wall!
''মাঝে মাঝে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াও বাচ্চারা দৌঁড়ে
এসে জড়িয়ে ধরে, একজনের গাল টিপে দিলেও আরও দশজোড়া
চোখ জুলুজুলু তাকিয়ে থাকে, কখন ওদেরও টার্ন আসবে!"
কিন্তু আজ 'আদর্শ আচরণবিধি', The Wall!
''কিছুদিন আগে আমার এক ছাত্রীর বিয়ের Invitation-এ গেলাম,
অনেক পুরনো ছাত্রীদের সাথে দেখা হলো, তারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত।
গোল করে ঘিরে রেখেছিল ওরা আমায়, গল্প করছিলাম ওদের সাথে।
হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল,
ম্যাম, একটু পিছন থেকে ঘাড়ে বিলি কেটে দাও না প্লিজ,
যেমন দিতে স্কুলে, রোজ। খুব মিস করি ম্যাম।"
এই তো অন্তহীন ভালোবাসা
এই তো জাবর কাটতে কাটতে আজীবন স্নেহসুখে ভাসা।
এই তো জীবন অফুরান,
ছাত্র-শিক্ষকের গভীর আমরণ শিকড়ের টান,
ঠিক যেন মা এবং সন্তান।
অথচ দেখুন,
শুধুমাত্র কয়েকজন যৌন উন্মাদ পাষণ্ড বর্বর অমানুষের
অপরাধে তৈরি হল একটি বড় পাঁচিল।
এপারে রইল পড়ে রোবট রোবট শৈশব-কোলাহল
সার সার দাঁড়িয়ে অসহায় ছাত্রছাত্রীর ঢল,
মাঝে 'The Wall'
ওপারে বিষণ্ণ চাহনীতে শিক্ষক অবসন্ন ক্লান্ত একা,
পায়ে বেড়ি, সুশৃঙ্খল।
''The Wall".

কপিবুক

প্রৌঢ়ার বয়স কত হবে কে জানে?
ষাট হতে পারে, হতে পারে সত্তর বা আশি।
বর্ধমান স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছেই রাস্তায় থাকতেন প্রৌঢ়া।
খোলা আকাশের নীচে।
যা হবার তাই হয়েছে।
অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, আজকের এই বঙ্গভূমিতে।
নেশাগ্রস্ত এক যুবক যৌন নির্যাতন চালাচ্ছিল,
রাত আটটা নাগাদ প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রৌঢ়াকে যখন উদ্ধার করে, প্রৌঢ়া মৃত।
এরপর যথারীতি পর পর স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ—
1. পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে নেশাগ্রস্ত যুবককে।
2. স্বতঃপ্রণোদিত খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ।
3. অভিযুক্তের ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছে।
4. তিনদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
5. তদন্তে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একেবারে কপিবুক চিত্রনাট্য!

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২২

পশ্চিমবঙ্গেও শ্রমজীবী মায়ের চাই দিনভর ক্রেশ-এর ব্যবস্থা

অভাব কেবল খাদ্যের নয়

প্রশ্ন

এ যন্ত্রণার দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের তিনতুড়ি গ্রাম হতে পারে,
হতে পারে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বারুইপুর ব্লকের জেলেরহাট গ্রাম,
অথবা মুর্শিদাবাদ, আসানসোল, কোচবিহার, ধুপগুড়ি, ফালাকাটা
সর্বত্র একই ছবি।
গ্রামে গ্রামে প্রান্তিক মেয়েরা 'সিঙ্গল মাদার'
মানে স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক, বছরে একবার বাড়ি আসে 15 দিনের জন্য
ফলাফল এক একটি মায়ের 6-7 টি বাচ্চা,
সবাই প্রায় তীব্র অপুষ্টির শিকার।
ওজন করে দেখলে লাল শিশু, মানে অতি অপুষ্টি।
অঙ্গনওয়ারি প্রকল্প আছে
খিচুড়ি-অর্ধেক ডিম-তরকারি দেওয়া হয় রোজ।
একবেলা তিন থেকে ২ বছরের শিশুদের পেট ভরে খাবার দেওয়া হয় ঠিকই
কিন্তু অবশিষ্ট সারাদিন বাচ্চাগুলো কি খায়?
এদের মায়েরা ঘরে বাইরে নাজেহাল।
কেউ ক্ষেত মজুর, কেউ দিন মজুর, বিড়ি শ্রমিক অথবা ভাটা শ্রমিক।
সকালে গাড়ি এসে এদের তুলে নিয়ে যায়,
সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরে।
কেউ কেউ বিড়ি বাঁধে সারাদিন, 500 পিস বিড়ি বাঁধলে 70 টাকা।
কে খাওয়াবে, মানুষ করবে এই শিশুদের সারাদিন?
তাই চটজলদি বিস্কুটের প্যাকেট, চিপসের প্যাকেটে সারাদিন খিদে মেটে এই শিশুদের।
যেমন ধরুন দুলামি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র থেকে পাঁচ বছরের পারভিন
দুটো খোলা পাত্রে আগুন গরম খিচুড়ি দুদিকে ব্যালান্স করতে করতে
বাড়ির পথে এগোয়, তার ফ্রকের কোণা ধরে আরও ক্ষুদে ভাই।
বাড়ি ঢুকতেই উঠোনে বাঁধা ছাগল খিচুড়ির বাটিতে মুখ দিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকে আধখানা ডিম ভাগাভাগি করে খায় ভাইবোন,
গরম খিচুড়ি একটু খেয়ে ফেলে রাখে।
মায়ের কোলে বিড়ি বাঁধার ডালা, ওদিকে তাকানোর সময় আছে?
ওপরের ছবিটি দেখুন ভালো করে,
চাষের মাঠে এই শিশুটি আর তার মা।
ধান কাটার ফাঁকে পাশের প্লাস্টিকের জার থেকে
স্টিলের গ্লাসে করে বড়জোর জল খাওয়াতে পারে মা,
হয়তো বুকের দুধ খাওয়ায়।
বছর বছর প্রসব করে মা, তাই বুকের দুধের অভাব নেই।
এই তো ছবি, এই তো গ্রামীণ ভারতের দুর্দশার চিত্র।
এই তো তীব্র অপুষ্টির কারণ।
গ্রামীণ ভারতের মায়েদের হাতে কোনো সময় নেই, তাই
অপুষ্টির সূচকে ভারতের স্থান বিশ্বের মানচিত্রে তলানিতে।
মা এবং বাচ্চারা সবাই তীব্র অপুষ্টির শিকার।
এ কি শিশুর উন্নয়ন? মায়ের উন্নয়ন?
নাকি শৈশবের অপমান?
প্রশ্নটা কি সত্যিই অযৌক্তিক?

দুটি প্রশ্ন

‘‘কোনো নাবালিকার অন্তর্বাস খুলে তাকে শোয়ানো হলে সেটাও
ধর্ষণের শামিল বলেই গণ্য হবে।’’ —কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির মন্তব্য।
2001 সালের একটি ঘটনা,
আইসক্রিম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে কাছে ডেকে নাবালিকাকে
যৌন নিপীড়ন করেছে আসামী রবি রায়,
হাইকোর্ট 6 মাসের জেল ও জরিমানা দিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।
দুটি প্রশ্ন আমার—

1. পাষণ্ড রবি রায়ের আইনজীবি সওয়াল করেছে—
   ‘‘তার মক্কেল নাবালিকাকে আদর করছিল।’’
   Fees পেলে দিনকে রাত বলা যায়, কি বলুন Mr. আইনজীবি?
2. ‘‘শিশু যৌন নির্যাতন বিরোধী আইন খুবই কঠোর।’’
   সত্যিই তাই?
   6 মাসের জেল কি কোনোভাবে প্রমাণ করে যে শিশু
   যৌন নির্যাতন বিরোধী আইন খুবই কঠোর?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, বুধবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

চার মাসের পুষ্টিযোগ

POLITICAL NUTRITION

‘‘চার মাসের পুষ্টিযোগ!’’
শিরোনামটি একেবারেই যথার্থ।
একটি ডিম হাতে যে শিশুটি হাসছে
সে হাসির থেকে নির্মল অনিন্দ্যসুন্দর কিছু কি আছে এ পৃথিবীতে?
ভাগ্যিস তিনমাস পরে পঞ্চায়েত ভোট!
ভাত-ডাল-চচ্চরি খেতে খেতে শিশুদের পেটে দীর্ঘদিনের চড়া।
তাই সরকারি নির্লজ্জ কীর্তিকলাপে লেখকের গা-সওয়া হয়ে গেলেও
আগামী চার মাস বাচ্চাদের মিড-ডে মিলে ফল-ডিম-মাংস
খাওয়ানোর decision-এ ভোট ভোট গন্ধ থাকলেও
আপাতত না হয় ভুলে থাকুন চার মাস পরে কি হবে?
আপাতত নির্বাচনের পাকা ফসল ঘরে তুলতে
সরকারি ‘হরির লুটের বাতাসায়’ থুড়ি ‘ফল-ডিম-মাংসে’
আমার ঘরের বাচ্চারা অন্তত মাসচারেক দুধে ভাতে থাকুক।
এটাই বা কম কিসে এই বাজারে?
জয় পঞ্চায়েত ভোটের জয়,
শিশুস্বার্থে পঞ্চায়েত ভোট দীর্ঘজীবী হোক।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারী, মঙ্গলবার

বয়স বাড়ার দেশে কয়েকটি প্রশ্ন

একাকিত্ব বা সামাজিক নির্বাসন থেকে বাঁচার চেষ্টা পরের কথা, শুধুমাত্র নিজের ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকতে হলে বয়স্কদের জানতে হবে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে। যদিও এ দেশের সংবিধানের একুশ নম্বর ধারা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জীবন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবের প্রতিকূলতা এমন শক্তিমান যে সংবিধানের বিধান বিপন্ন হয়ে পড়ে। ভারতে যে প্রায় দু'কোটি বৃদ্ধের মাথার উপর আক্ষরিক অর্থেই ছাদ নেই, তাঁরা ক'জন আইন-আদালতের সহায়তা নিতে পারেন?

SACRIFICE

একজন মায়ের দুই ছেলে।
প্রথমজনের জন্মের পরেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল মা
বাবা বারণ করেছিল, ‘‘ছেড়ো না, চাকরিটা দরকার।’’
মানতে রাজি নয় মা, ছেলেই First Choice.
‘‘চাকরি করে কি হবে? তোমার উপার্জনেই চলে যাবে আমাদের সবার,
বাবুসোনাকে মানুষের মতো মানুষ করবো আমি,’’ মা বলতো বারবার।
এরপর থেকে যথারীতি Typical বাঙালী মধ্যবিত্ত family-তে যা হয়,
সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো।
আগে মা-বাবা হাত ধরাধরি করে চষে বেড়াতো Shopping mall থেকে
ভিক্টোরিয়া, গোটা কোলকাতার রাজপথ।
রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুরের সিনেমা দুবার করে দেখতো দুজনে
কোলকাতার যে কোন হলে যে কোনো দিন ইচ্ছে হলেই।
‘‘এটুকু Sacrifice করাই যায় বলো বাবুসোনাকে মানুষ করার জন্যে?’’
আজ মা কেমন বদলে গেছে, বাবা চিনতে পারে না!
ছোটো ছোটা আনন্দে উদ্দ্যমে পলিমাটি পড়তে পড়তেই
বছর দুয়েক কেটে যায়, জন্ম হয় ছোটো ছেলের।
কষ্টের সংসারে মা সেলাই এর কাজ নিয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে।
বাবা রাগ করেন তাই স্বামী-পুত্র-শ্বশুর-শাশুড়ি মায় পরিবার সামলে
রাত এগারোটার পর যখন সবাই গভীর নিদ্রায় তখন
মা শাড়িতে ফলস আর পিকো করে।
একটা শাড়ি করতে এক ঘণ্টা লাগে, দশ টাকা উপার্জন
দিনে তিনটে মতো করতে পারলে মোটামুটি মাসে হাজার টাকা।
ছেলে দুটো বড়ো হচ্ছে, Horlics-Complan extra nutrition তো দরকার
তার ওপর পড়াশুনোর এত চাপ, এভাবেই জীবন এগিয়ে চলে আপন ছন্দে।
আজ 2023 সালে সেই মা অশীতিপর বৃদ্ধা,
বাবা হারিয়ে গেছে সেই কবেই দূর তারাদের দেশে।

সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখলাম দুই ছেলেরই নাম বেরিয়েছে,
মানুষের মতো মানুষ হয়েছে ওরা!
অশীতিপর মাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে গঙ্গা পেরিয়ে
ভাটপাড়ার এক স্কুলের সামনে ফেলে রেখে গিয়েছিল দুই ছেলে
স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে দু'রাত কেটে যাবার পর।
ছেলেদের খুঁজে বের করার পর ছেলেরা যুক্তি সাজায়
''কি করবো? মায়ের মাথার ঠিক নেই, কথা শোনেন না।''
হ্যাঁ কথাটা তো ঠিকই, পঞ্চাশ বছর আগেও
মা যেদিন জোর করে Government Service টা একদিনের decision-এ
ছেড়ে দিয়েছিল বাবাও একথাই বলেছিল।
এই তো গতবছর এই রাজ্যেই এমনই আরও কয়েকটি ঘটনা

1. আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার নাম করে
   'অন্য এক মা কে' হাবড়া স্টেশনে ফেলে গেছিল ছেলে।
2. 2020 সালে তেলেঙ্গানায় অসুস্থ বাবার শেষ সম্বল চল্লিশ হাজার টাকা
   হাতিয়ে নিয়ে সন্তানরা তাকে রাস্তায় ফেলে আসে।
3. দিল্লীতে 'বৃদ্ধা মা' কে আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে যাবে বলে ছেলে গাড়িতে তোলে,
   তারপর ফলের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মা-কে বলে ফল কিনে আনতে,
   মা গাড়ি থেকে নেমে পিছন ফিরে দেখে ছেলের গাড়ি নেই!
   ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা ফুটপাতে বসে অপেক্ষায়
   ভেবেছে ছেলে গাড়িতে তেল ভরতে গেছে, এই এল বলে!
   অবশেষে বৃদ্ধার জায়গা হয়েছে সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে আজ।
4. ভারতে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অন্তত 40% এর শরীরে
   কমপক্ষে একটি করে আঘাতের চিহ্ন আছে,
   কে করল এই আঘাত?
   তবুও এটাই বাস্তব যে আহত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অপত্য স্নেহে
   নিজেই আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলেছেন আক্রমণকারীকে!
   2021 সালে এমনই একটি মামলায় কলকাতা highcourt মত প্রকাশ করে যে
   প্রবীণ এবং অসুস্থ নাগরিকের যত্ন নিতে না পারা দেশ আসলে অসভ্য দেশ।

এ দেশে পাঁচ বছরের শিশুর drawing পরীক্ষার জন্য
অথবা পনেরো বছরের শিশুর পায়ের ব্যথার কারণেও মা ‘child care leave’
নিতে পারেন, নিয়ে থাকেন।
অথচ প্রকৃতির নিয়মে সেই মায়ের বয়স যখন আশি
তার CRITICAL CARE-এর প্রয়োজনে বা নব্বই বছরের বাবার
বাইপাস সার্জারির জন্য একটি ছুটিও Calender-এ বরাদ্দ করেনি দেশ।
অবশ্য দেশকে দুষে কি হবে?
দেশের সন্তানরা চায়নি তাই Implemented হয় নি।
এমনই ‘একজন মা’ রাস্তায় শুয়ে আছেন,
হয়ত পিছনে ‘অন্য আর এক বাবা’ পথভ্রষ্ট একা!
ছবিটি আপনাদের বিবেচনার জন্য রইল।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

অঙ্গনওয়াড়ির খিচুড়িতে সাপ-সেদ্ধ!

নিজস্ব সংবাদদাতা

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে কিংবা স্কুলের মিড-ডে মিলে টিকটিকি কিংবা পোকা মেলার খবর হামেশাই মেলে। কিন্তু এ বার খিচুড়ির পাতে পড়ল আস্ত সেদ্ধ-সাপ। আর সেই খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক মহিলা ও দুই

সাপ সেদ্ধ

পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক, bracket-উন্নয়ন দপ্তর!
ঘাটালের মহকুমা শাসক, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ 'শ্যাম পাত্র'
আরও বড় বড় নাম বড় বড় designation.
এনারা সবাই দৌড়ে এসেছেন, কেনো? কি এমন হোলো?
নতুন বছরের নতুন যাত্রাপালা— ''অঙ্গনওয়ারি খিচুড়িতে সাপ সেদ্ধ।''
নিবেদনে পশ্চিম মেদিনীপুর—দাসপুর 2, প্রচারে আনন্দবাজার পত্রিকা,
1st January, 2023
অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের খাবারে কিংবা স্কুলের মিড-ডে মিলে টিকটিকি
পোকামাকড় নাকি হামেশাই মেলে! শিউরে উঠলাম পড়ে।
টিকটিকি সেদ্ধ?
এতদিন জেনে এসেছি টিকটিকি নাকি বিষাক্ত,
টিকটিকির পটি খাবারে পরলে serious poison অবধারিত,
এসবই তো জানতাম! ভুল জানতাম হয়তো।
যাইহোক, নতুন বছরের নতুন খবর এটা নয়
এবারের খবরটা এক ধাপ এগিয়ে,
''সাপ সেদ্ধ পড়েছে এবার বাচ্চাদের খিচুড়িতে!''
এক মা আর তার দু'মাসের শিশু সোনাখালি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি।
আরও একটি বাচ্চা ভর্তি হলো আজ, অবস্থা স্থিতিশীল এটাই atleast positive.
140 কোটি মানুষের গরীব দেশে এসব হয়েই থাকে, সবই জানি-বুঝি
কিন্তু কলমটা বড্ড বেয়ারা, কথা শোনে না, আমার বশও মানে না!
তাই প্রশাসনকে দুষলাম বলে হঠাৎ করে পুলিশ পাঠিয়ে
আমায় ''Case দেবেন না Please!''

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ১লা জানুয়ারী ২০২৩

ট্যাক্সিচালক রাস্তার একটি বাচ্চাকে জল খাওয়াচ্ছেন। তেতে ওঠা শহরে এই মানবিক ছবি (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) নিয়ে মঙ্গলবার চর্চা চলেছে দিনভর। এ দিন আমরা যোগাযোগ করেছিলাম সেই চালকের সঙ্গে। তিনি অবশ্য মনে করেন, এটা তো মানুষেরই কাজ। এর মধ্যে আলাদা গৌরব নেই।

■ **মানবিক:** মঙ্গলবার কলকাতা স্টেশনে দেখা মিলল সেই ট্যাক্সিচালক ঘনশ্যাম রায়ের। (ডান দিকে) তৃষ্ণার্ত বালককে জল খাওয়ানোর এই ছবি নিয়েই চর্চা চলল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবি: সুমন বল্লভ

বাচ্চাটাকে জল দিয়ে বড় কিছু করিনি তো!

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় / GODLINESS

এই তো চিরন্তন শাশ্বত ছবি,
এই তো জীবনের ছবি আঁকছেন ঈশ্বর নিজের হাতে।
যেখানে পৃথিবীর বাস্তব ছবি মর্মান্তিক ঝাপসা,
একদিকে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির অহেতুক আস্ফালন,
আস্ফালন দুর্বলের ওপর সবলের, সর্বত্র।
রাশিয়া-ইউক্রেনের গোলাগুলি উন্মত্ততা, বন্ধ করতে পারেনি কোনো মধ্যস্থতাকারী,
উল্টে ঘৃতাহুতি দিয়েছে কেউ কেউ।
বহু স্বার্থের উসকানিতে দিশেহারা মনুষ্যত্ব, বিপন্ন সভ্যতা।
উপত্যকা জুড়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে আত্মীয় বন্ধুর হাত পা, গোটা শরীর
অসভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত এই বহমান কালের নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হাতে।
অপরদিকে ইথিওপিয়া, কঙ্গো, রোয়ান্ডা, সুদান গোটা আফ্রিকার
শিশু কিশোর বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ক্ষিদেয় উদর পুড়ছে,
Hunger Index-এ তলানিতে ভারত বাংলাদেশ আফগানিস্তানও।
আর এই কঠোর নিঠুর আবহে আজ ঈশ্বর রং তুলি ধরেছেন,
ছবি আঁকছেন দেখুন আপন হাতে।
কি অপরূপ সপ্পিল অথচ ঘোর বাস্তব এই ছবিটি,
যেন ঈশ্বর স্বয়ং বসে আছেন ট্যাক্সির স্টিয়ারিং-এ।
তার গাড়ি মোছার ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন একবোতল জল
বাইরের 40°C temperature-এও যাতে জল ঠান্ডা থাকে তাই।
তিনি নিজের বক্তব্যেই বলেছেন, শুনুন আপনারা—
‘‘এই ছেলেটি শিশুশ্রমিক, উড়ালপুলের নিচেই ছোট্ট ছেলেটির দিন কাটে,
গাড়ি মুছে দিয়ে এর তার কাছে দু-এক টাকা পায়,
তখন সিগনালে থেমে ছিলাম, ছেলেটি মুখ বাড়িয়ে বলল
জল খাওয়াবে? গাড়িতে ভিজে কাপড়ে মোড়া দু'লিটার জলের বোতল রাখাই থাকে,
ভাবলাম হাতে দিলে কি ও সামলাতে পারবে?
তাই ওর গলায় ঢেলে দিলাম,

অল্প জল খেয়ে ও ওর পথে, আমি আমার পথে।”
তিনি আরও বললেন—
‘‘এটা তো মানুষেরই কাজ, এর মধ্যে আলাদা গৌরব কিছু নেই,
তাই বাচ্চাটাকে জল দিয়ে বড় কিছু করিনি তো!”
এই তো তিনি, স্নেহবৎসল পিতা, জগৎপিতা।
যেন মাদার মেরি সস্নেহে কোলে তুলে নিয়েছেন তার সন্তানকে।
আর যে অনাথ বালক তার বাঁহাতে জুতো-ঝাঁটা, পরম তৃপ্তিতে জলপান করছে,
সে যেন অন্তরাত্মায় ঈশ্বরকে,
তার universal father কে খুঁজে পেয়েছে সেই মুহূর্তে।
এই তো চিরন্তন সত্য, অনাবিল পার্থিব অপার্থিব প্রেম।
এই একটি ছবিই কিন্তু তাবড় তাবড় রাষ্ট্রপ্রধানদের মনে
অনাবিল শান্তির বার্তা বয়ে আনার জন্য যথেষ্ট।
থেমে যাও ভাই, আর গোলাগুলি নয়, পেশীশক্তির আস্ফালন নয়,
সবল দুর্বলকে, ধনী দরিদ্রকে খাদ্য বস্ত্র ঠাঁই দেবে এটাই প্রকৃত ধর্ম।
তাই এই সময়ের অস্থির আবহে এই ছবিটি ঘোর ব্যতিক্রমী।
যেন ঈশ্বর সম্বন্ধীয়।
GODLINESS.

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ এপ্রিল ২০২৩, বুধবার

PLEASE SAVE THEM

আবার দিল্লী,
মঙ্গলপুর ফ্লাইওভার, 19th March, 2023.
আবার ভয়াবহ নারীলাঞ্ছনা দিল্লীর রাজপথে, দিনে দুপুরে।
মেয়েটি উবার ক্যাব থেকে নেমে পালাতে চেষ্টা করছে,
পেছনে দৌড়ে মাঝরাস্তায় ধরে ফেলল ছেলেটি,
ক্যাব থেকে নেমে এল দ্বিতীয় আর একটি ছেলে,
সে নির্বিকার দর্শক যেন, আটকাচ্ছে না প্রথমজনকে।
বেধড়ক মারধর করতে করতে চুলের মুঠি ধরে
হিড়হিড় করে টানতে টানতে মেয়েটিকে ক্যাবে তুলে নিল ছেলেটি।
আশেপাশে গাড়ীর জ্যাম, নির্বাক দর্শক পথচারীরা,
কেউ কেউ video করছে social media-তে post করবে বলে।
এই তো আজকের ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্র!
মেয়েটিকে মারতে মারতে গাড়ী Start দিয়ে চলে গেলো,
জ্যাম হালকা হলে, Normal হলো রাজপথ।
ভাবতে পারছেন?
এ কেমন নারকীয় ঘটনা, নারকীয় সমাজ?
কোনো প্রতিরোধ, প্রতিবাদ নেই?
আজ এই মেয়েটা, কাল আপনার আমার ঘরের মেয়েরা এমন বিপদে পড়বেই।
কোন জঙ্গলে বেঁচে আছি আমরা?
এটা কি প্রস্তর যুগ?
God please save the girl children everywhere.
I can't find any way other than prayer to universe.

Reference : আজকাল/আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ২০ মার্চ ২০২৩

মা
মা

পাঁচ টাকার ভাত কাহিনী

হোর্ডিংটা একটু পড়ুন Please।
5 টাকায় দুপুরের ভাত-ডাল-সবজি-ডিমসেদ্ধ,
সকাল থেকেই লাইন পড়ে গরিব মানুষের।
দেখুন, চেয়ে দেখুন।
যে বৃদ্ধ মানুষটি বসে আছেন রাস্তায় অথবা
যে বৃদ্ধা মুখ ঢেকে আছেন চাদরে, ঠান্ডায়
এঁদের পেটে ক্ষিদের মিছিল।
GDP, Sensex, উন্নয়ন, পৃথিবীর হালহকিকৎ সব মিথ্যে,
সকাল সকাল ঘুম ভাঙলেই পাকস্থলী মোচড় দিয়ে জানিয়ে দেয়—
''ভাগো ভাই ভাগো, 5 টাকার Lunch-ই একমাত্র option left !
এই তো ছবি, দেশের হাল হকিকত।
এই তো আচ্ছে দিনের আচ্ছে ভারত।

মা
মা

5 RUPEE LUNCH

Its 11 AM.
People are busy in the road, a busy working day.
But look at the hoarding attached herewith,
look at the top left of the hoarding –
Government is providing Lunch for Five rupees to the poor people.
That's good, but try and understand the intensity of the poverty.
Look at the elderly sitting on the road or
the old lady standing at the kiosk from the morning itself-
So that she is first in the queue !
Because Government will start serving lunch at 1 Pm
when there would be big rush.
So, this is life here in Kolkata.
People are in dying need of food and shelter,
So let's not talk about growth prosperity development,
These are contradictory to the activity that the basic requirement
is addressed by government regularly.
What would happen if government withdraws this
basic support one day ?
I am scared !
But I am sure that government is not at all scared as
this is just an activity for them,
A ''vote linked 5 rupee Lunch !''

নির্মলার ঘোষণার পরেও কি মানুষ নামানো হবে ম্যানহোলে?

মেহবুব কাদের চৌধুরী

বছর দুয়েক আগে রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার কুঁদঘাটে ম্যানহোলে কাজ

সাধুবাদ জানিয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, "আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে

আব্বু ফেরে না কেন?

ম্যানহোল খুলে লোকটিকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেখুন।
রোজ নামিয়ে দেওয়া হয় ওদের, এইভাবে।
বাড়িতে একটিই মেয়ে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে,
‘‘আব্বু ফেরে না কেন?’’
এদিকে আব্বুর পায়ের নীচে থলথলে চোরাবালি
তলিয়ে যাবার আতঙ্ক চোখে মুখে স্পষ্ট...
তবুও মেয়ে, বউ, বুড়ো বাপ মায়ের মুখগুলি ভাসতে থাকে চোখের সামনে,
‘‘500 টাকা নিয়ে না ফিরলে মেয়েটা খাবে কি?
আগে ক্ষিদেয় চিৎকার করে কাঁদতো মেয়েটা, এখন চুপ করে থাকে।’’
কিন্তু মেয়েটার চোখের কোণে জল আব্বুর নজর এড়ায় না।
2023-এর আধুনিক ভারতেও তাই লোকগুলো ম্যানহোলে নামে,
ম্যানহোলে নেমে যে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ায় তাকেই কেটে কেটে
ওপরে তুলতে হবে!
কোমরে দড়ি নেই, বেল্ট নেই, কোনোরকম সুরক্ষা ছাড়াই নেমে পড়ে রোজ ওরা।
নিকাশিনালা ও ম্যানহোল সাফাইয়ের গোটা প্রক্রিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে যন্ত্রের
মাধ্যমে করার কেন্দ্রীয় ঘোষণাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওদের নামানো হয় রোজ।
এই তো দু’বছর আগেও ময়লার চোরা স্রোতে তলিয়ে গেছিল 4টি তাজা প্রাণ
টালিগঞ্জ রিজেন্ট পার্ক থানার কুঁদঘাট এলাকায়,
বডি খুঁজে পেতে তিনদিন সময় লেগেছিল প্রশাসনের।
এদিকে বিকেল হলেই মেয়েটা কাঁদতে শুরু করে ডুকরে ডুকরে,
‘‘মা, ওমা, এখনো আব্বু ফেরে না কেন?’’
5 বছর আগে মেয়েটা কাঁদতো, রোজ ক্ষিদেয় কাঁদতো।

আজ কেন কাঁদে মেয়েটা?
কারণ কি শুধুই ক্ষিদে?
কে উত্তর দেবে?
প্রশাসন? দেশ? নাকি অন্য কেউ?
কেন কাঁদে মেয়েটা?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বৃহস্পতিবার

LIGHT

এই তো খাঁটি জীবনের গল্প।
অন্ধকার আচ্ছন্ন নয়, জীবন মানে সূর্যের খোঁজ।
জীবন মানে দূর আলোক শিখার টানে স্বপ্নে পাড়ি দেওয়া মাইলের পর মাইল রোজ।
তেমনই স্বপ্নে হাঁটছে নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের বাসিন্দা শ্রেয়া।
জন্ম থেকেই 90% প্রতিবন্ধী সে, সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শ্রেয়া,
হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই, শরীরে জোর নেই, হাতে একদমই জোর নেই।
তবুও অদম্য শ্রেয়া হুইলচেয়ারে বসে মায়ের সাথে রোজ স্কুলে আসত।
মা বসে থাকতেন ক্লাসরুমের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রতিদিন।
মায়েরা এমনই হয়,
মায়ের কোনো দেশ নেই, নেই কোনো জাতি বর্ণ ভেদাভেদ
মায়েরা, সারা পৃথিবীর সব মায়েরা যেন অসীম ঘন নীল সমুদ্রের মতোন বিশাল,
অপার বিস্ময়ে মায়ের দিকে আজীবন অফুরান চেয়ে থাকা যায়।
তাই তো শ্রেয়া আজ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
থুতনিতে পেন ঠেকিয়ে, আর এক হাত দিয়ে ঘষে ঘষে লিখে
মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে শ্রেয়া, 70% নম্বর পেয়েছে সে, ভূগোলে 93.
এই তো বাঁচা,
এই তো জীবনের দিকে ঝুঁকে থাকা, আজীবন।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার, ২০ মে ২০২৩

হাসপাতালে নিয়ে যেতে গিয়ে মৃত্যু

অসুস্থ বৃদ্ধকে পথে ফেলে অটো চেপে পালিয়ে গেল মহিলা

পথেই মৃত্যু অসুস্থের, দেহ ফেলে দিয়ে চম্পট দু'জনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

সকালে অফিসের ব্যস্ত সময়ে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাত্রীরা। হঠাৎই তাঁদের কয়েক জন দেখলেন, একটি

বিবেক

কবরডাঙ্গা মাছবাজার এলাকায় ভিক্ষা করত এক বৃদ্ধ, নাম ভোলা।
হঠাৎ আজ সকালে রাস্তার ধারে ভোলাকে পড়ে থাকতে দেখে
এক মহিলা মাছ বিক্রেতার 'বিবেক' জাগ্রত হল।
তড়িঘড়ি বৃদ্ধকে একটি অটোতে তুলে নিকটবর্তী
বাঙ্গুর হাসপাতালের দিকে রওনা দিল মেয়েটি,
এই পর্যন্ত গল্পটি সুন্দর, মানবিক। কিন্তু এরপর...
এরপর হাসপাতালের পথেই অসুস্থ বৃদ্ধের মৃত্যু হয়,
আর তাই, ঐ মহিলা এবং অটোচালক দুজনে মিলে
চলন্ত অটো থেকে বৃদ্ধকে রাস্তার ধারে ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।
পরে ঐ মহিলা ধরা পড়ে পুলিশকে জানিয়েছে যে
ফেসে যাওয়ার ভয়ে তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।
বিচিত্র এই বিবেক, কখনও সে জাগ্রত
কখনও চূড়ান্ত বিকলাঙ্গ, সঙ্কুচিত, দুশ্চরিত্র, অমানবিক।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০২৩
আজকাল, কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০২৩

জানলা ভেঙে নবজাতককে ফেলে 'খুন' করলেন মা

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাড়ির শৌচাগারে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন মা। তার পরে শৌচাগারের উপরের জানলার কাচ ভেঙে সেখান

বলেন, "ওই তরুণী এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই দাবি করেছেন, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি জানতেন না। সেটা কী ভাবে সম্ভব, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

যদিও স্ত্রী-রোগ চিকিৎসক

মৃত্যুদণ্ড

খবরের কাগজের আজকের হেডলাইন।
‘‘জানালা ভেঙে নবজাতককে ফেলে খুন করলেন মা।’’
এ কোন গ্রহের মা?
বাড়ির শৌচাগারে একা একা সন্তান জন্ম দিল মা,
তারপর শৌচাগারের জানালার কাঁচ ভেঙে সদ্যোজাতকে নিচে ফেলে দিল মা?
সম্ভব?
স্থানীয় বাসিন্দারা দৌড়ে এসে উদ্ধার করেছে শিশুটিকে,
তারা ওপরে তাকিয়ে দেখল জানালার কাঁচ বেয়ে রক্তের ধারা!
ফ্ল্যাটে এসে মেয়েটির husband কে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে
যে তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বাই নয়।
সম্ভব?
Toilet-এ পড়ে আছে রক্তাক্ত অচৈতন্য মা আর হাসপাতালে মারা গেছে শিশুটি।
বাড়ির অন্যান্য লোক এবং জ্ঞান আসার পর শিশুটির মা পর্যন্ত
পুলিশকে জানিয়েছে যে তারা জানতই না এই pregnancy-র ব্যাপারটা!
কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না সব কিছু?
পুলিশ প্রশাসনেরও একই হাল, দিশেহারা।
হয়ত আসল গল্পটি অন্যরকম।
এদেশে হাজার হাজার মেয়ের এমন দশা হতেই পারে,
বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে, যেখানে শিক্ষার আলো কম।
স্ত্রীর শরীরের একচ্ছত্র অধিকার স্বামীর,
বাংলা-চোলাই খেয়ে এসে প্রতিদিনের অচৈতন্য প্রায় স্বামীর
যৌন চাহিদা মেটাতে হয় মেয়েটিকে,
আর pregnant হয়ে পড়লেও ভয় অজানা আশঙ্কায় মুখ বুজে থাকা।
স্বামীর সাথে, বাড়ির অন্যান্যদের সাথে আলোচনার
আবহই তৈরি হয় না এই অভাগা মেয়েদের।

আট-দশ মাস ধরে এভাবে মুখ বুজে সহ্য করার ফলশ্রুতিই হয়ত আজকের এই ঘটনা
হয়ত টয়লেটে ছিটকিনি দিয়ে মুখে ন্যাকড়া গুজে যন্ত্রণায় প্রসব
আর তাই ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে দুধের শিশু,
বুকের দুধের বদলে রাস্তায় আছাড় দিয়ে মেরে ফেলা হল সদ্যোজাতকে!
হে ঈশ্বর, এ কেমন মর্মান্তিক মৃত্যু দিলে তুমি জন্মের সাথে সাথে?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৩

GLOW OF GOLD

স্বর্ণাভ ওর নাম, অর্থ— Glow of Gold.
স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি টাইপ-2,
একটি বিরল জটিল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট স্বর্ণাভা।
এই রোগে মেরুদণ্ড পুরোপুরি বেঁকে গেছে ওর।
বাবা গরীব চাষী, মা contractual স্বাস্থ্যকর্মী।
মেরুদণ্ডের জরুরী অস্ত্রোপচারের পয়সা নেই,
দামি ওষুধ সরকারি হাসপাতাল থেকে পাঠালে খাওয়া হয়, নয়তো skip.
এমনকি একটা হুইলচেয়ার পর্যন্ত জোটেনি মেয়েটার।
তবু হেরে যায় নি স্বর্ণাভ।
বাবা কোলে করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিত স্কুলে,
সারাদিন এক জায়গায় বসেই ক্লাস করে বিকেলে ফেরা বাবার কোলে চেপে।
আজকাল বেঁকে যাওয়া মেরুদণ্ড নিয়ে যন্ত্রণায় বেঞ্চে বসতে পর্যন্ত পারে না মেয়েটা,
তাই মাটিতে পা ছড়িয়ে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে সে,
94% পেয়েছে মাধ্যমিকে, Life Science-এ 99.
দিনে 14 ঘণ্টা পড়াশুনো করে, আর অবসরে
জলরং তুলি দিয়ে জীবনের ছবি আঁকে স্বর্ণাভা।
কত না award winning ছবি তার!
এভাবেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রায় চিকিৎসাহীন অবস্থায়
বুকে এক পাহাড় স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছে মেয়েটা।
মেয়েটা স্বপ্ন দেখে দিনরাত—
‘‘একদিন বড় ডাক্তার হবে সে, আর কেউ যেন চিকিৎসাহীন না থাকে এদেশে।’’
ডাক্তার হতে চায় মেয়েটা।

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার, ২০ মে ২০২৩

দিল্লী দর্শন

দেশের রাজধানীর হাল হকিকৎ দেখুন।
2°C temperature দিল্লীতে।
মা ছেড়ে চলে গেছে কবেই, পাঁচ-ছটি বাচ্চাকে নিয়ে বাবা হিমশিম।
রুটি সেঁকছেন বাবা ইটের উনুনে পাতা ছাতা হাবিজাবি পুড়িয়ে।
বাবার হাতের রুটিটি দেখুন,
কারো মনে হচ্ছে যে এই রুটিটা খাওয়া যায়?
কোন পাত্রে রান্না হবে? কোন পাত্রে খাওয়া?
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমনই অনাহার অর্ধাহারে বড় হচ্ছে?
কোথায় বসে রুটি সেঁকছেন বাবা?
Background-এ তো মনে হচ্ছে আবর্জনা ফেলার মাঠ!
এই তো রাজধানীর চিত্র, আর এই যদি দেশের রাজধানীর চিত্র হয়
তাহলে প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক মানুষের চিত্র কল্পনা করুন।
কি? শিউরে উঠলেন তো?

Reference : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই জানুয়ারী ২০২৩, শুক্রবার, কলকাতা

শক্ত ভাত আর না পাওয়ার উপাখ্যান

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়েছেন জেলা সফরে, গরীবদের অভাব অভিযোগ শুনতে।
Very positive move.
তিনি হাসনাবাদ বৈদ্যপাড়া প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বাচ্চাদের
সাথে সময় কাটিয়েছেন,
তিনি খাঁ পুকুর গ্রামে কম্বল, শাড়ি বিতড়ন করেছেন,
তিনি পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে মন দিয়েছেন,
শেষে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ নমিতা মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে,
ওদের সাথে খেজুর পাতায় চাটাই বোনায় হাত লাগিয়েছেন,
ওলকপির তরকারি আর ট্যাংরা মাছের ঝোলভাত খেয়েছেন ওদের সাথে।
মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, ‘‘ভাত এত শক্ত কেন?’’
‘‘গ্যাস নেই তো আমাদের, তাই একদিন রান্না করি, দু-তিন দিন খাই,
তাই ভাতটা শক্ত রাখি।’’
গ্রামীণ ভারতের দুর্দশার ‘‘শক্ত ভাত আর না পাওয়ার উপাখ্যান’’
মন দিয়ে শোনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ।
হোক না পঞ্চায়েত ভোটের আগে, বিরোধীরা বলুক না হয় ‘‘ভোটের রাজনীতি’’
তবু মুখ্যমন্ত্রীকে এমনটাই মানায়।